মরা নদী মরা নয়

আসুন আমরা সবাই মিলে মরা নদী/ নদীর কোলে মাছ চাষ করে অধিক লাভবান হই।

বিস্ড়্রিত জানতে যোগাযোগ কর্ন।

জঝউঅ - র্রাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন
দক্ষিণ তাপুর চর, রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

এ্অজঅ - টেকনোলজিক্যাল এসিসট্যান্স ফর র্রাল এডভান্সমেন্ট।
১, পূর্বাচল রোড, উত্তরপূর্ব বাড্ডা। ঢাকা - ১২১২
ফোন -৮৮৫-১৪০৫, ৮৮৫ - ১৪০৬,
এবং
সংশিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়।

মরা নদীতে মাছ চাষ

November 2007

RSDA
TARA

Market Development Fund - MDF
Chars Livelihood Program - CLP

ভূমিকাঃ

আমাদের দেশের উন্নয়নে মাছ চাষের গুর"ত্ব অপরিসীম। ইদানীং দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষ কম বেশি মাছ চাষের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত। অনেক পুকুর, দীঘিও জলাশয়ে নিবিড়, আধা-নিবিড় বা সনাতন পদ্বতিতে মাছ চাষ হচ্ছে। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে অনেক অব্যবহৃত ছোট ছোট জলাশয়, নালা ডোবা কিংবা মরানদী রয়েছে যা কোন উৎপাদন মূলক কাজে ব্যবহার করা হয় না। অথচ এ সমস্ড়জলাশয় সংস্কার করে সাময়িক মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব।

চরাঞ্চলে মরা নদী বা কোলে যেখানে ৪ থেকে ৫ মাস পানি থাকে সেখানে দলগতভাবে মাছ চাষ করে প্রচুর মাছ উৎপাদন এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা খুব সহজেই সম্ভব।

মরা নদী/ কোলগুলো প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়।

কাজেই বাড়তি খরচের ঝামেলা নেই।

মরা নদীতে মাছ চাষঃ

আমাদের দেশে প্রায় ৫.৪৯ লক্ষ হেক্টর বাওড় বা মরানদী রয়েছে। যেখানে বানার সাহায্যে স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষ করা যায়। পেন বা ঘের তৈরী করে উলেখিত জলাশয়ে নিবিড় বা আধা-নিবিড় মাছচাষ পদ্বতিতে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে

মাছের উৎপাদন বাড়ানো সহ বেকারত্ব দূর করা আংশিক ভাবে হলেও সম্ভব।

মাছের প্রজাতি নির্বাচন ও পোনার পরিমানঃ

যে সমস্ড় মাছের বৃদ্ধি তুলনামুলকভাবে বেশী সে সব মাছের পোনা মরা নদী / কোলে ছাড়তে হবে। চরাঞ্চলে আর্থ সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে নিম্নে উলেখিত পোনা সমুহ ছাড়া যেতে পারে না।

- প্রতিটি পোনার সাইজ (৩-৪) ইঞ্জি হওয়া প্রয়োজন।
- সিলভার কাপ = ৮০ টি (প্রতি শতাংশে)
- কাতলা = ৬০ (প্রতি শতাংশে)
- র"ই = ২০ (প্রতি শতাংশে)
- মৃগাল কার্প = ২০ (প্রতি শতাংশে)
- থাই সরপুটি = ২০ (প্রতি শতাংশে)

পেন/বানা ব্যবস্থাপনাঃ

এ ব্যবস্থাপনায় বাঁশের বেড়া, খুঁটি, গীটবিহীন পলিথিন জাল, টায়ার কর্ডের জাল, জি.আই. তার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

মাছের খাবার সরবরাহঃ

মাছের সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে খাবার সরবরাহ করা একান্ড় প্রয়োজন। মাছ ছাড়ার পর মাছের দেহে মোট ওজনের (২-৩) ভাগ খাবার প্রয়োগ করতে হবে। খাবারে খৈল কুড়া ভুষি ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। মাছের চুরি রোধ করার জন্য পালাক্রমে রাতে পাহারা দেয়া অপরিহার্য। এতে দলের সদস্যরা সবাই তুলনামুলকভাবে বেশী লাভবান হবেন।

গীটবিহীন জাল ও বানার নিম্নাংশের ১-২ ফুট মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়, যাতে মাছ পেন থেকে বের হয়ে যেতে না পারে এবং অবাঞ্ছিত মাছ পেনে প্রবেশ করতে না পারে। পেন / বানা তৈরী করার পর ছোট ফাসের জাল টেনে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ এবং আগাছা পরিস্কার কার হয়।

মরা নদীতে মাছ চাষের সম্ভবনাঃ

- যে সমস্ড় কোলে সারা বছর পানি থাকে সে সব জায়গায় দীর্ঘ সময়ের জন্য মাছ চাষ করা যেতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বন্যার ইতিহাস মৌসুম বন্যার পানির স্থায়ীত্ব বন্যার ধরন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
- দলীয়ভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে চাষ স্ড়র আগেই লভ্যাংশ এবং দায়িত্ব ঠিক করে নিতে হবে। যাতে মাছ পরে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।
- মাছের খাবার সঠিক সময়ে দেয়ার জন্য নির্ধারিত ব্যাক্তিকে দায়িত্ব দিতে হবে।
- প্রতি ১৫ দিনে একবার কওে বসে দলীয় সদস্যদেও সাথে সাথে আলোচনা করে পরবর্তী করনীয় নির্ধারন করতে হবে।